কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 07 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৭-৮ কলাম ... ১ ......

এ কে এম আতিকুর রহমান ▷

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শিক্ষা[র্থীরা] যেন জঙ্গি না হয়

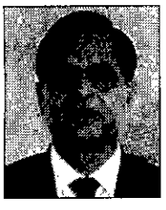

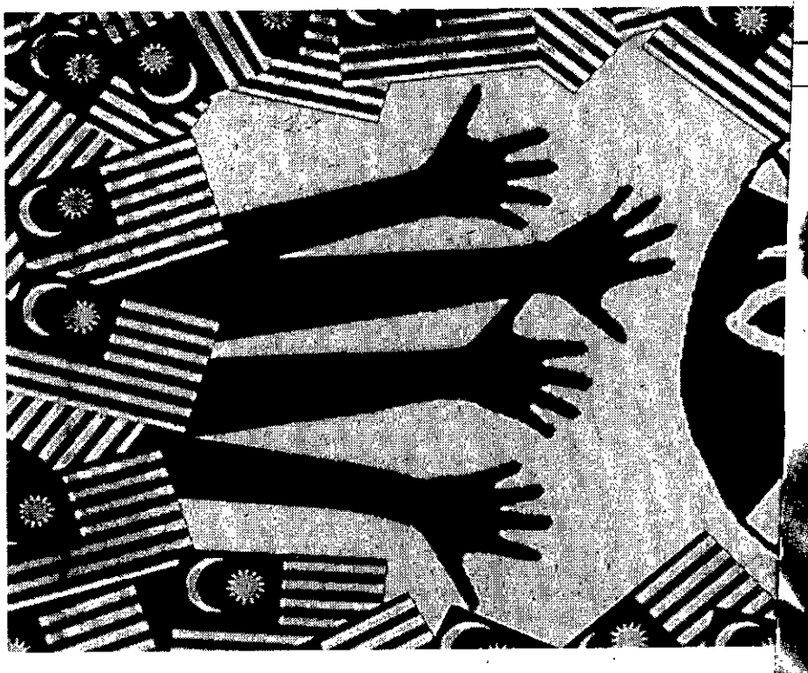

মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোভাবেই জঙ্গিদের হাতে না পড়ে সে জন্য কুয়ালালামপুরে অবস্থিত আমাদের হাইকমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে। সব বাংলাদেশি ছাত্রের একটি ডাটাবেইস তৈরি করে নিতে পারলে তাদের গতিবিধি নিয়মিত মনিটর করতে সহজ হবে। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া সরকার তথা স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করবে বলে আমার বিশ্বাস

গত মাসে খোদ রাজধানী ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে ও কল্যাণপুরের তাজ মঞ্জিলে এবং কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় জঙ্গি কর্মকাণ্ডের যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল তা কমবেশি সবাইকে আতঙ্কিত করেছে। বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা আমরা কস্মিনকালে যেমন দেখিনি, তেমনি দেখব বলে চিন্তাও করিনি। অথচ তা-ই ঘটে গেল এবং আমাদের সেসব দেখতে হলো। যেসব বিদেশিকে জঙ্গিরা নির্মমভাবে হত্যা করল সে দায় এসে পড়ল সমগ্র জাতির ওপর। তাদের বিদেহী আত্মার কাছে, পরিবারের সদস্যদের কাছে, ওই দেশের মানুষের কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে। বিশ্বের কাছে আমাদের বহু দিনের অহংকার গুটিকয়েক বিপথগামীর জন্য ধুলায় মিশে গেল।

আমাদের এত দিন ধারণা ছিল দরিদ্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অর্থ বা ভ্রান্ত জাগতিক লাভের কথা চিন্তা করে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ ঘটনাগুলো আমাদের সেই ধারণাকে বদলে দিল। উচ্চবিত্ত পরিবারের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা শিক্ষিত সন্তানদের জঙ্গি হিসেবে আবির্ভাব ওই সব পরিবারকেই নয়, সমগ্র জাতিকেই ভাবিয়ে তুলছে। সম্প্রতি নিহত জঙ্গিদের মধ্যে বাংলাদেশের নর্থ সাউথ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও নিবরাস ইসলাম নামে মালয়েশিয়ার মনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র রয়েছে।

মনাশ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় হাজারখানেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে। মালয়েশিয়ার আইন অনুযায়ী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীরা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। ছাত্ররাজনীতি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে বিদেশি শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ যে গোপনে ভিন্ন আবরণে নিজ দেশের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না তেমন নয়। ইসলামিক ইউনিভার্সিটিসহ অন্য ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্রকে বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকতে দেখেছি। সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সদ্য প্রকাশিত একটি তথ্যে জানা যায় যে বর্তমানে ভারতে পলাতক তামিম চৌধুরী, নজিবুল্লাহ আনসারী ও জুন্নুন সিকদার গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেছেন। সেখানে তাঁরা বাংলাদেশের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরতদের থেকে নতুন সদস্য রিক্রুট করেন এবং তাদের জঙ্গি কাজের প্রশিক্ষণ দেন। আমাদের মনে আছে, কয়েক দিন আগেও সিঙ্গাপুর সরকার পাঁচ বাংলাদেশি জঙ্গিকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিল এবং কয়েকজনকে শাস্তি দিয়ে সে দেশেরই কারাগারে প্রেরণ করেছে। এতে কিছুটা হলেও বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ২০১৪ সালের জুলাই মাসে মালয়েশিয়ার ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই সময় শ্রীলঙ্কার নিষিদ্ধ ঘোষিত এলটিটিই দলের ১৪ জন তামিল সদস্যকে মালয়েশিয়ান পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে সাতজন ছিল জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্ডধারী। ২০১৪ সালের মে মাস পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় ইউএনএইচসিআরের কার্ডধারীর সংখ্যা ছিল এক লাখ ৪৫ হাজার ২৫, যার মধ্যে শ্রীলঙ্কার নাগরিক চার হাজার ২৮০ জন। মালয়েশিয়ায় শ্রীলঙ্কা ছাড়াও মিয়ানমার, সোমালিয়া, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের শরণার্থী রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে যখন মানুষ তাদের মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয় তখন তাদের অন্য দেশে শরণার্থী হতেই হয়। কয়েক যুগ ধরে আমাদের দেশেও মিয়ানমারের শরণার্থীরা অবস্থান করছে। কিন্তু প্রশ্নটি হচ্ছে, শরণার্থীর আবরণে তারা কোনো অবৈধ রাজনৈতিক বা জঙ্গি কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে কি না।

মালয়েশিয়ার পুলিশের ভাষ্য মতে, গ্রেপ্তারকৃত ওই শ্রীলঙ্কানের মধ্যে একজন ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গাকে হত্যা পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ ছাড়া তাদের মধ্যে চারজন ছিল সংগঠনের উচ্চপর্যায়ের নেতা, যাঁরা ২০০৯ সাল থেকে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছিলেন এলটিটিইর কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। তাঁদের কাছে মালয়েশিয়ার জাল পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন দপ্তরের জাল ভিসা ছাড়াও ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের ওয়ার্ক পারমিট-সংক্রান্ত কাগজপত্র পাওয়া যায়। এসব থেকে বিশ্বব্যাপী তাঁদের কর্মের নেটওয়ার্ক বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এবারই প্রথম নয়, ২০১৪ সালের মে মাসে এবং আগস্ট ২০০৯ থেকে মার্চ ২০১০ সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এলটিটিই সদস্যকে মালয়েশিয়ার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে মালয়েশিয়ায় এখনো অনেক এলটিটিই সদস্য আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

একটু পেছন ফিরে গেলেই দেখা যায় যে আশির দশক থেকেই মালয়েশিয়ায় এলটিটিই সদস্যরা নানাভাবে বিভিন্ন পরিচয়ে অবস্থান করে আসছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, তারা ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ সময়কালে মালয়েশিয়ার অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সংগ্রহ করে শ্রীলঙ্কায় তাদের সংগঠনের কাছে প্রেরণ করেছে। ওই দলের নেতা ছিলেন এস কে থারমালিঙ্গম (কেপি নামেই পরিচিত)। মালয়েশিয়া সরকার জাহাজের ব্যবসা করার অন্তরালে তাঁর এলটিটিই কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি থাইল্যান্ডে পালিয়ে যান। তবে ২০০৯ সালে প্রভাকরণ নিহত হলে এই কেপি সেই জায়গাটি দখল করেন এবং আবার মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করেন। যা-ই হোক, কেপি বেশি দিন লুকিয়ে থাকতে পারেননি। ২০০৯ সালের আগস্টে তাঁকে মালয়েশিয়ার পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং শ্রীলঙ্কায় ফেরত পাঠায়।

২০১৪ সালে মালয়েশিয়া সরকার আবু সায়াফ গ্রুপের কয়েকজন উগ্রবাদী বা জঙ্গিকে ধরার ব্যাপারে ফিলিপাইন সরকারের সহযোগিতা চেয়েছিল। তারা ইরাকের তথাকথিত ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে মালয়েশিয়ার ধারণা। মালয়েশিয়ার আশঙ্কা ছিল, ওই দলটি ধর্মীয় আবরণে মালয়েশিয়ার সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করে হয়তো তাদের দলে ভিড়িয়ে থাকবে।

আরেকটি উদ্বিগ্নের বিষয় হলো, 'মালয়েশিয়া আমার দ্বিতীয় আবাস' প্রকল্পটি। এ প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে বিদেশিরা খুব সহজেই মালয়েশিয়ায় যাতায়াত করতে

প্রদর্শনী : ১২-৫০, ·
■ নার্ভ
প্রদর্শনী : ১২-৩০, ·
■ দ্য সিক্রেট লাইফ অ
[থ্রিডি]
৬-০০ প্রদর্শনী : ২-৪০, ৪·
■ নাউ ইউ সি মি ২
·০০ প্রদর্শনী : ৪-৪০, ৬·
■ টিনএজ মিউট্যান্ট নি
[থ্রিডি]
প্রদর্শনী : ৭-০০